দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৪ জুন, ২০২২ ইং

বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে দেবে পদ্মা সেতু

সাক্ষাৎকার

খন্দকার আতাউর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

রহিম শেখ ॥ পদ্মা সেতু বাংলাদেশের একটা স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেহারা পাল্টে দেবে। এই সেতু চালুর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীসহ অন্যান্য জেলা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটবে। সামগ্রিক দিক থেকে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যসহ প্রায় সকল খাতেই এর প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন, এই সেতু চালুর ফলে ঢাকামুখী মানুষের স্রোত বন্ধ হবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠবে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ইপিজেড। বাড়বে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ। তৈরি হবে নতুন নতুন শিল্প কারখানা। কর্মসংস্থান বাড়বে। দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে এক দশমিক ২৩ শতাংশ অবদান রাখবে এ সেতু। আর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। স্বপ্নের পদ্মা সেতু নিয়ে জনকণ্ঠকে দেয়া একান্ত সাক্ষাতকারে এসব কথা বলেছেন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার আতাউর রহমান।

তিনি বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। পাশাপাশি পণ্য পরিবহন ও যান চলাচল ব্যাপক বেড়ে যাবে। সে কারণে আমাদের যে পণ্য আছে, সেগুলো সহজেই ঢাকা আসবে। আবার ঢাকা থেকেও সহজেই পণ্য নিয়ে যাওয়া যাবে। এই আসা-যাওয়ার ফলে অনেক কর্মকান্ড সৃষ্টি হবে। পণ্যের সহজলভ্যতা বাড়বে। সে কারণে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হবে। ফলে কৃষিখাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে। অনেকেই গ্রামে গিয়ে নানা ধরনের কৃষিকাজে সম্পৃক্ত হবেন। এতে বেকারত্বের সংখ্যাও অনেকাংশেই কমে যাবে। তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পর্যটন শিল্প এতদিন বিকশিত হয়নি। পদ্মা সেতু চালু হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। পদ্মা সেতুর ফলে বিদেশী পর্যটকও বাড়বে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খুব একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান এতদিন গড়ে উঠেনি। এক সময় দেশের উন্নয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। এর পরে মোংলা বন্দর হলেও তেমন ভাল করতে পারেনি। আগামী বছরের মধ্যে পুরোদমে চালু হবে পায়রা সমুদ্র বন্দরের বাণিজ্যিক কার্যক্রম। পদ্মা সেতু চালু হলে এই বন্দর হবে বাণিজ্যের বড় হাব। পায়রা বন্দর দিয়ে সহজে বাণিজ্য করার সুযোগ তৈরি হবে। দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন হবে এই বন্দর ঘিরে। বন্দর কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে। গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যবস্থাও রয়েছে।

তিনি বলেন, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। পদ্মা সেতুর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের ব্যাংকের সদস্যরা সরাসরি এই সুফল পাবেন। ভবিষ্যতে আরও বেশি মানুষজনক ব্যাংকিং কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন।